



289868 - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা

প্রশ্ন

আমি শুনছি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশে ইলিয়াস নামটি নিয়ে মতভেদে রয়েছে। কউে কউে বলে: নামটি হলো إلیاس (ইলিয়াস)। কউে বলে: الیاس (ইলিয়াস) অথবা لیاس (লিয়াস)। আশা করি আপনারা উল্লেখ করবেন যে কে কোন মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। পাশাপাশি আলমেদরে নকিট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতটিও উল্লেখ করবেন।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

‘ইলিয়াস’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বংশনামার অন্তর্ভুক্ত, যা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি প্রসঙ্গ ও ঐকমত্যপূর্ণ। এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। বরং মতভেদে রয়েছে ‘ইলিয়াস’ শব্দে হরকত নিয়ে। এটি কি همزة القطع যোগে إلیاس; নাকি همزة الوصل যোগে الیاس এ নিয়ে আলমেদরে মাঝে দুটি মত রয়েছে। এ পার্থক্যটি একটি গৌণ বিষয়; যমেনটি স্পষ্ট হলো। আর একদম হামযা ছাড়া لیاس (লিয়াস) যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখিত হয়েছে, সেটি আমাদের জানামতে কউে উল্লেখ করেনি কিংবা কোনো আলমে এমনটি বলেননি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম সন্তানদের মাঝে পতি-মাতার দিক থেকে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও কুলীন ব্যক্তি; যা বিশিষ্ট আলমে ও সাধারণ আলমেদরে কাছে সাব্যস্ত বিষয়।

মুসলিম (২২৭৬) বর্ণনা করেন: ওয়াসলো ইবনুল আসক্বা বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা’আলা ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে কনিদাহ গোত্রকে বাছাই করেছেন। কনিদাহ গোত্র থেকে কুরাইশকে বাছাই করেছেন। আবার কুরাইশদের মধ্য থেকে হাশমিকে বাছাই করেছেন এবং বনু হাশমি থেকে আমাকে বাছাই করেছেন।”

আদনান পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু আদনান থেকে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম পর্যন্ত বংশের বিবরণ নিয়ে মতভেদে রয়েছে।

যাহাবী রাহমাতুল্লাহ বলে:

“তিনি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালবি। আব্দুল মুত্তালবিরে নাম— শাইবা। তিনি হাশমিরে ছলে। হাশমিরে নাম— আমর। তিনি আব্দ মানাফরে ছলে। আব্দ মানাফরে নাম— মুগীরাহ। মুগীরাহ কুসাইয়েরে ছলে। কুসাইয়েরে নাম— যাইদ। কুসাই হলেন কলিাবেরে ছলে। কলিাব হলেন ইবনে মুররা ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালবি ইবনে ফহির ইবনে মালকি ইবনুন নদ্বর ইবনে কনিানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরকি। মুদরকির নাম— আমরে। তিনি হলেন ইবনে ইলয়্যাস ইবনে মুদ্বার ইবনে নযির ইবনে মা’আদ ইবনে আদনান। আদনান হলেন ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীমেরে (তাদের দুজনের উপর এবং আমাদের নবীর উপর দরুদ ও সালাম) ছলে। এই বংশনামার ব্যাপারে সব মানুষ একমত।

কিন্তু আদনান থেকে ইসমাঈল পর্যন্ত পতিপুরুষেরে ব্যাপারে আলমেরা মতভেদে করছেন। কটে বলছেন: এদের মাঝে আছেন নয়জন। কটে বলছেন: এদের মাঝে আছেন সাতজন। কিছু পতির নাম নিয়ে মতভেদে রয়েছে। কটে বলেন: তাদের মাঝে পনেরজন। কটে বলেন: তাদের মাঝে চল্লিশ জন। তবে শেষেক্ত মতটি দুর্বল। আরবদের একটা দল থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায়।

উরওয়া ইবনু যুবাইর বলেন: ‘আদনান ও ক্বাহত্বানের পরে কারা আছে তাদের ব্যাপারে জানে এমন দাবি করা প্রত্যেকেই আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করতে দেখেছি।’

উরওয়ার পালতি এতীম আবুল আসওয়াদ বলেন: আবু বকর ইবনে সুলাইমান ইবনে আবী হাসমা ছিলেন কুরাইশেরে মাঝে বংশনামা ও কবিতার ব্যাপারে বজিঞ ব্যক্তিদেরে একজন। তাকে বলতে শুনছি: ‘মা’আদ ইবনে আদনানের উপরে কটে আছে তা আমরা কাউকে জানতে দেখিনি; হোক সটো কোন কবির কবিতায় কিংবা কোন জ্ঞানীর জ্ঞানে।’

আবু উমর ইবনে আব্দলি বার বলেন: ‘এই শাস্ত্রেরে বজিঞ ব্যক্তিদেরে মতে তিনি হলেন আদনান ইবনে উদাদ ইবনে মুকাওয়মি ইবনে নাহুর ইবনে তাইরাহ ইবনে ইয়া’রাব ইবনে ইয়াশজাব ইবনে নাবতি ইবনে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহীম আল-খলীল ইবনে আযার (তার নাম তারহে) ইবনে নাহুর ইবনে সারূহ ইবনে রাউ ইবনে ফালখে ইবনে আইবার ইবনে শালখে ইবনে আরফাখশায় ইবনে সাম ইবনে নূহ আলাইহিস সালাম ইবনে লামকে ইবনে মাত্তুশালাখ ইবনে খানুখ ইবনে ইয়ারদ ইবনে মাহলীল ইবনে ক্বাইনান ইবনে ইয়ানশি ইবনে শীস ইবনে আদম, যিনি মানবজাতির পতি, আলাইহিস সালাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক তার সীরাত গ্রন্থে এই বংশনামার উপর নির্ভর করছেন। ইবনে ইসহাকেরে কিছু সহচর (ছাত্র) কিছু নামেরে ব্যাপারে মতভেদে করছেন।’

ইবনে সা’দ বলেন: আমাদের মতে আদনান থেকে ইসমাঈল পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।” [আস-সয়্যার: (১/১৪৩-১৪৫)]

হাফযে ইবনে হাজার রাহমাহুল্লাহ বলেন:

‘ত্বাবারানী উত্তম সনদে আয়শো রাদয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন: মা’আদদ ইবনে আদনান পর্যন্ত মানুষের বর্ণনা বংশনামা সঠিক।’[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (৬/৫২৯)]

ইমাম ইবনে হবিবান রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ আদনান পর্যন্ত সঠিক। আদনানের পরে আমার দৃষ্টিতে নরিভর করার মত সঠিক কিছু নাই। সুতরাং তিনি হলেন:

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালবি (আব্দুল মুত্তালবিরে নাম শাইবা) ইবনে হাশমি (হাশমিরে নাম আমর) ইবনে আব্দ মানাফ (আব্দ মানাফের নাম মুগীরাহ) ইবনে কুসাই (কুসাইয়ের নাম যাইদ) ইবনে কলিাব (আল-মুহায্যাব) ইবনে মুররা ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালবি ইবনে ফহির ইবনে মালকি ইবনুন নদ্বর (তিনি হলেন কুরাইশ) ইবনে কনিানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরকি ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদ্বার ইবনে নযির ইবনে মা’আদদ ইবনে আদনান।

এই পর্যন্ত বংশবশিরদদরে মাঝে কোনো মতভেদে নাই। আদনান থেকে শুরু করে ইব্রাহীম পর্যন্ত বংশনামার ক্ষেত্রে তারা মতভেদে করছে।’[সমাপ্ত][আস-সীরাতুন নাবাউইয়্যাহ ওয়া-আখবারুল খুলাফা (১/৩৯)]

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘তিনি হলেন আবুল কাসমে (কাসমেরে পতি) মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালবি (তার নাম শাইবাতুল হামদ) ইবনে হাশমি (তার নাম আমর) ইবনে আব্দ মানাফ (তার নাম মুগীরাহ) ইবনে কুসাই (তার নাম যাইদ) ইবনে কলিাব ইবনে মুররা ইবনে কা’ব ইবনে লুআই ইবনে গালবি ইবনে ফহির ইবনে মালকি ইবনুন নাদ্বর ইবনে কনিানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরকি ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদ্বার ইবনে নযির ইবনে মা’আদদ ইবনে আদনান।

যে বশিদ্ধ বংশনামার ব্যাপারে কোনো সংশয় নাই, সটেরি সমাপ্তি এখানে।’[সমাপ্ত][সীরাত (পৃ. ৪)]

আরও দেখুন: বাইহাকীর ‘দালাইলুন নুবুওয়াত’ (১/১৭৭), আবু সাদ আন-নাইসাপুরীর ‘শারাহুল মুস্তফা’ (২/১২), মাওয়ারদীর ‘আ’লামুন নুবুওয়াহ’ (পৃ. ২০২), কলিঙ্গির ‘আল-ইকতফি’ (১/৮), ইবনু সাইয়্যাদিনি নাসরে ‘উয়ুনুল আসার’ (১/২৬) এবং ইবনে কাসীরের ‘আস-সীরাহ আন-নাবাউইয়্যাহ’ (১/২০)।

সুহাইলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “ইলিয়াস নামটির ব্যাপারে ইবনুল আন্বারী বলেন: إلیاس শব্দরে হামযা বর্ণণে কাসরাহ তথা যেরে হবে। নবী ইলিয়াস আলাইহিস সালামের নামেরে সদৃশ হবে এই নাম। তিনি এই নামটির উৎস প্রসঙ্গে বেশে কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে: الْأَلْسَى ওয়নে فَعَالٍ (আল-আলস) থেকে গঠিত। আল-আলস অর্থ ধোঁকা। কারো মতে: ‘আল-আলস’ অর্থ আকলের বকৃতি। তন্মধ্যে আরও রয়েছে: أَلَيْسُ ওয়নে رَجُلٌ থেকে গঠিত। যার অর্থ এমন সাহসী ব্যক্তি পলায়ন করে না।

ইবনুল আন্বারী ছাড়া অন্যরা যা বলছেন সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ মত। সেটি হলো: আল-ইয়াস শব্দটি الرجاء (আশা) অর্থেরে বপিরীতে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে أل (আলফি-লাম) معرفة বা নরিদষ্টি করার জন্য। এখানে থাকা হামযাটি همزة الوصل [কাসমে ইবনে সাবতি দালাইল গ্রন্থে এমনটি বলছেন।] [আর-রাওদুল উনুফ (১/৫৭) গ্রন্থ থেকে সংক্ষেপে সমাপ্ত]

ক্বাসত্বাল্লানী ‘আল-মাওয়াহবিুল লাদুনযিয়াহ’ গ্রন্থে (১/৬১) বলেন:

‘ইবনুল আনবারীর মতে: إلیاس শব্দটি হামযায় কাসরা তথা যেরে দিয়ে। আর কাসমে ইবনে সাবতির মতে الیاس শব্দরে হামযায় ফাতহা তথা যেরে দিয়ে الرجاء (আশা) শব্দরে বপিরীত শব্দ। এখানে লামটি لام التعریف তথা নরিদষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত। আর হামযাটি همزة الوصل [সমাপ্ত]

যারক্বানী শারহুল মাওয়াহবি গ্রন্থে (১/১৪৭) বলেন: ‘ইলিয়াস শব্দটির শুরুতে যেরে। প্রসদ্বিধ মতানুযায়ী ‘ইলিয়াস’ তার নাম। সীরাত মুগলত্বাঈ গ্রন্থে আছে: তার নাম হাবীব। খাম্বীস গ্রন্থে আছে: তার নাম ইলিয়াস রাখার কারণ হলো তার বাবা বৃদ্ধ হলো সন্তান হয়নি। তিনি যখন বয়সে বৃদ্ধ এবং হতাশ তখন এই সন্তান জন্ম নেয়। তাই তার নাম রাখা হয় ইলিয়াস। তার উপনাম আবু আমর।’ [সমাপ্ত]

সারকথা হলো:

‘ইলিয়াস’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ বংশনামার অন্তর্ভুক্ত, যা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি প্রসদ্বিধ ও ঐকমত্বপূর্ণ। এ নিয়ে কোনো মতভেদে নেই। বরং মতভেদে রয়েছে ‘ইলিয়াস’ শব্দরে হরকত নিয়ে। এটিকে همزة القطع যোগে إلیاس নাকি همزة الوصل যোগে الیاس এ নিয়ে আলমেদরে মাঝে দুটি মত রয়েছে। এ পার্থক্যটি একটি গটোণ বিষয় যমেনটি স্পষ্ট হলো। আর একদম হামযা ছাড়া لیاس (লিয়াস) যমেনটি প্রশ্নে উল্লিখিত হয়েছে, সেটি আমাদের জানামতে কটে উল্লিখে করেননি কিংবা কোনো আলমে এমনটি বলেননি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।